১১

সামাজিক পরিবর্তন
Social Change

সামাজিক পরিবর্তন অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া, যার প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা এখনও যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। তবে সাধারণতঃ সামাজিক পরিবর্তন বলতে বোঝায় সমাজব্যবস্থা, সমাজ কাঠামো বা সামাজিক আচরণে মৌলিক বা পুনরাবৃত্ত পরিবর্তন। সামাজিক পরিবর্তনকে বোঝার জন্য প্রয়োজন প্রগতি, বিবর্তন ও উন্নয়নের অভিমত সম্পর্কে পরিচয় থাকা। সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে প্রগতির ধারণার উদ্ভব হলেও এর পরিপূর্ণ রূপকে লক্ষ্য করা যায় পরবর্তী শতাব্দীতে। প্রগতির ধারণার মূল বক্তব্য হল জ্ঞান, বুদ্ধি এবং মানব জীবনযাত্রার ক্রমাগত উৎকর্ষ ও সমাজে নিরন্তর অগ্রগতি সাধন। ঊনবিংশ শতাব্দীর নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা প্রগতির ধারণাকে পরিশীলিত করে ব্যবহার করলেন 'বিবর্তন' নামক প্রত্যয়টির মাধ্যমে। এই বিবর্তনবাদের প্রবক্তা ছিলেন অগ্যুস্ত্ কঁৎ, হেনরী মেইন, হার্বার্ট স্পেনসর, এমিল দুরক্যাঁ ও কার্ল মার্কস্ যারা মনে করতেন সমাজ অথবা সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে কয়েকটি পর্যায়ের ভিতর দিয়ে। শিল্প বিপ্লবের পর পূর্বের দু'টি ধাপের চেয়ে উন্নততর 'উন্নয়ন' ধারণাটির প্রচলন শুরু হয়। তৃতীয় বিশ্ব বা উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে এ শব্দটির ব্যবহার হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে।

সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব তৈরির ইতিহাস খুব দীর্ঘ সময়ের নয়। আরব মনীষী ইবনে খলদুন ইতিহাসের গভীর পর্যালোচনায় বলেন সমাজ ও সভ্যতার উদ্ভব, বিকাশ ও পতন ঘটে। আর এ পরিবর্তন হয় চক্রাকারভাবে। পরিবর্তনের রূপের ক্ষেত্রে চক্রাকার ও একরৈখিক নামক দু'টি নক্শা লক্ষণীয়। খলদুন, টয়েন্‌বি ও সরোকিন সমাজ পরিবর্তনে চক্রাকার ধারারই দিকপাল। সমাজ পরিবর্তনের এক রৈখিক চিন্তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিবর্তনবাদী তত্ত্ব। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানীই সমাজ পরিবর্তনকে বুঝতে চেয়েছিলেন বিবর্তনবাদের পরিসরে। এ ধারায় কার্ল মার্কস্ মনে করেন কোন একটি সমাজের উৎপাদন শক্তি বা উৎপাদনের বস্তুগত ভিত্তি– কাঁচামাল, হাতিয়ার, শ্রমশক্তি এবং কখনও শ্রম বিভাজনে বিকাশ লাভ করলে সমাজে পরিবর্তন ঘটে। আর এ উৎপাদন শক্তির বিকাশ নির্ভর করে উৎপাদন সম্পর্কের ওপর। ক্রিয়াবাদী তত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয় সমাজ কিভাবে টিকে থাকে এবং কিভাবে এর অংশগুলি একে অপরের সাথে পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিক ট্যালকট পার্সনস্ ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের সাথে বিবর্তনবাদকে সমন্বিত করে প্রদান করেন সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব।

নৃবিজ্ঞানে ব্যাপ্তিবাদ যা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সংস্কৃতির বিস্তার নিয়ে আলোচনা করে, সমাজবিজ্ঞান সেখানে উন্নত বিশ্বের জ্ঞান, চিন্তা ও প্রযুক্তি কিভাবে অনুন্নত বিশ্বে ব্যাপ্ত হয় তা বিশ্লেষণ করে। অধুনা সমাজবিজ্ঞানীরা ক্রমাগত আকর্ষিত হচ্ছেন নৈরাজ্য তত্ত্বের প্রতি যার প্রতিপাদ্য বিষয় হল সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোন এক বা একাধিক ইনপুট অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে যা হঠাৎ সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে বা বিরাজমান ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে পারে। আধুনিকায়ন হচ্ছে আধুনিক সমাজ সৃষ্টির প্রক্রিয়া। আধুনিকায়ন তত্ত্ব সমাজ পরিবর্তনে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বাণিজ্যিক উৎপাদনের বিস্তার, অজৈব শক্তির ব্যবহার ও নগর সমাজ জীবনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।

নির্ভরশীলতার তত্ত্ব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি কেন অনুন্নত রয়েছে তার কারণ চিহ্নিত করে উন্নত বিশ্বের ওপর এসব দেশের নির্ভরশীলতার মধ্যে।

বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্ব মনে করে গত পাঁচশ বছর ধরে ধনতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা সারা বিশ্বে প্রসারিত হয়েছে যার মাধ্যমে কেন্দ্রের শক্তিশালী দেশগুলি প্রান্ত বা উপপ্রান্তকে বা দুর্বল দেশগুলিকে শোষণ করছে।

এ সকল বিষয় নিয়েই এই ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

- পাঠ-১ : সামাজিক পরিবর্তন : প্রগতি, বিবর্তন ও উন্নয়ন
- পাঠ-২ : সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

পাঠ-১

সামাজিক পরিবর্তন : প্রগতি, বিবর্তন ও উন্নয়ন
Social Change : Evoluation, Progress and Development

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা*
- *সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা*
- *প্রগতি, বিবর্তন ও উন্নয়নের ধারণা*

ভূমিকা

আমরা বিশ্বায়নের যুগে বাস করছি। আমাদের চারিদিকের দৃশ্যপট দ্রুত ও বিস্ময়করভাবে বদলে যাচ্ছে। শিল্পসমাজ থেকে আমরা সবে এক নতুন ধরনের সমাজে প্রবেশ করছি যাকে বলা হচ্ছে তথ্যসমাজ বা উত্তর-আধুনিক সমাজ। সমাজবিজ্ঞান সমাজের পালা বদলকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে চর্চা করে। সামাজিক পরিবর্তন সমাজবিজ্ঞানের একটি মৌল বিষয়। সমাজ পরিবর্তনশীল। ফলে সমাজবিজ্ঞানকে সামাজিক পরিবর্তনের উপর দৃষ্টি যোজনা করতে হয়। সমাজবিজ্ঞান জন্ম নিয়েছিল এক বিশাল সামাজিক আলোড়ন এবং পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে। ফলে প্রথম দিকের সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক পরিবর্তনের বিশ্লেষণের উপর প্রচন্ড গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।তা সত্ত্বেও সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা এখনও যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। কেননা সামাজিক পরিবর্তন অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া। সামাজিক পরিবর্তনকে অনুধাবন, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন কাজ।

সংজ্ঞা

সামাজিক পরিবর্তন বলতে বোঝায় সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক কাঠামো বা সামাজিক আচরণে মৌলিক বা পুনরাবৃত্ত পরিবর্তন। এর অর্থ হচ্ছে সমাজে যে কোন পরিবর্তনকে আমরা সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে চিহ্নিত করিনা। বিপ্লব বা কৃষি সমাজ থেকে ধনতান্ত্রিক বা শিল্প সমাজের উদ্ভবকে আমরা সমাজ পরিবর্তন বলে থাকি।

সামাজিক পরিবর্তন কি সব সময় প্রগতিশীল, সমাজ কি বিবর্তিত হয়, উন্নয়ন এবং পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক কি এ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিমত সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তনকে বোঝার জন্য এসব অভিমতের সাথে পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

প্রগতি

প্রগতির ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে। এর পরিপূর্ণ রূপকে আমরা দেখতে পাই পরবর্তী শতাব্দীতে। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সাহিত্য এবং দর্শনে প্রাচীনপন্থী এবং নতুনদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচীনপন্থীরা জ্ঞান এবং পান্ডিত্যের চরম উৎকর্ষ লক্ষ্য করেছিলেন অতীতের মধ্যে, বিশেষ করে গ্রীক সভ্যতার মধ্যে। অধুনাবাদী নতুনরা দৃষ্টি প্রসারিত করেছিলেন ভবিষ্যতের দিকে। প্রকৃতি একই নিয়মে চলে। প্রতিভার জন্ম সব যুগে সমান। জ্ঞান ক্রমশ: সঞ্চিত হতে থাকে। ফলে বর্তমানের জ্ঞান অতীত থেকে বেশি। এই যুক্তিতে দার্শনিক দেকার্তে গ্রীক সভ্যতাকে জ্ঞানের কৈশোর বলে অভিহিত করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভলতেয়ার, তুর্গো, হার্ডার, ঊনবিংশ শতাব্দীতে অগ্যুস্ত্ কঁৎ এবং কার্ল মার্কস্ প্রগতির ধারণাকে তুলে ধরেছিলেন। প্রগতির ধারণার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে জ্ঞান, বুদ্ধি এবং মানব জীবনযাত্রার ক্রমাগত উৎকর্ষ ও সমাজে নিরন্তর অগ্রগতি সাধিত হবে।

বিবর্তন

প্রগতির চিন্তা তৈরী হয়েছিল দার্শনিকদের হাতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীরা প্রগতির ধারণাকে পরিশীলিত করে ব্যবহার করলেন বিবর্তন প্রত্যয়টি। এ ক্ষেত্রে তাঁরা ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট নিসবেতের মতে বিবর্তনবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তিনটি। আর তা হল–

১. সমাজ অথবা সংস্কৃতি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়।
২. সমাজ অথবা সংস্কৃতির পরিবর্তন কয়েকটি পর্যায়ের ভিতর দিয়ে ঘটে।
৩. পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ বা সংস্কৃতির প্রগতি সূচিত হয়।

অগ্যুস্ত্ কঁৎ, হেনরী মেইন, হাবার্ট স্পেনসর, এমিল দুরক্যাঁ এবং কার্ল মার্কস্ বিবর্তনবাদের প্রবক্তা ছিলেন। অগ্যুস্ত্ কঁৎ বিশ্বাস করতেন মানব সমাজের বিকাশ ঘটে তিনটি পর্যায়ের ভিতর দিয়ে। এর প্রথমটি হচ্ছে ধর্মতাত্ত্বিক, দ্বিতীয়টি পরাদার্শনিক এবং তৃতীয়টি দৃষ্টবাদী। হেনরী মেইনের মতে সমাজ বিবর্তনের দু'টি পর্যায় রয়েছে- অবস্থান ভিত্তিক এবং চুক্তিভিত্তিক। স্পেনসরের চিন্তায় এ দু'টি পর্যায় ছিল যুদ্ধভিত্তিক এবং শিল্প সমাজভিত্তিক। দুরক্যাঁ তাঁর পর্যায় দু'টির নাম দিয়েছিলেন যান্ত্রিক সংহতি এবং জৈবিক সংহতিভিত্তিক সমাজ। মার্কস্ -এর সমাজ বিকাশের পর্যায়গুলো সুপরিচিত।

১৮৯০ এর দশক থেকে বিবর্তনবাদী তত্ত্ব ব্যাপক সমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। কেনেথ বকের মতে ১৯৩০ সালের দিকে বিবর্তনবাদী তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানে বলতে গেলে বর্জিত হয়। ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে বহুমুখী বিবর্তনবাদ Multilinear Evolutionism নামে তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী। এটি ঊনবিংশ শতাব্দীর বিবর্তনবাদ থেকে অনেক পরিশীলিত।

উন্নয়ন

উন্নয়ন প্রত্যয়টির ব্যবহার শিল্পবিপ্লবের (১৭৮০-১৮৫০) সময় থেকে। প্রগতি ও বিবর্তনের ধারণা থেকে এ বিশ্বাস তৈরী হয়ে যায় যে, সমাজ বিবর্তনের পরবর্তী ধাপটি আগের ধাপের চাইতে উন্নততর। সামন্ত সমাজ থেকে বুর্জোয়া সমাজ অনেক বেশি উন্নত ধাপ এবং সাম্যবাদী সমাজ আরো বেশি উন্নত। মানব ইতিহাসের বিকাশ সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে, মানব ইতিহাস বস্তুত: ক্রমোন্নতির ইতিহাস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে 'তৃতীয় বিশ্ব' বা উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে এসব দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে। ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে সমাজবিজ্ঞানীরা উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নকে দেখেছিলেন আধুনিকীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে বা অধুনায়ন Modernization নামক তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে মনে করা হতো উন্নয়নশীল দেশগুলো সনাতনী Traditional সংস্কৃতি এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ। সনাতনী সমাজ বা সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল, অনড় এবং নিশ্চল। এই সনাতনী অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয় পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর প্রভাবের ফলে। এই প্রভাব এক সময়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পশ্চিমের দেশগুলোর মত উন্নত অবস্থায় নিয়ে যাবে। উন্নয়নের এই প্রক্রিয়া তিন বা তার চাইতে বেশি ধাপের ভেতর দিয়ে ঘটে। সাধারণত: ধাপগুলো হচ্ছে সনাতনী, পরিবৃত্তিকাল Transitional এবং আধুনিক Modern।

১৯৭০ এর দশক থেকে উন্নয়নের এই ধারণা বর্জিত হয়। অধুনায়নের তত্ত্ব বর্জিত হলেও, উন্নয়নশীল বিশ্বের অধুনায়ন যে প্রয়োজন এবং এ সব দেশের উপর উন্নত বিশ্বের প্রভাব বিশে- ষণ যে জর"রী তা নতুন করে অনুভূত হচ্ছে।

সারাংশ

সামাজিক পরিবর্তন সমাজবিজ্ঞানের একটি মৌল বিষয়। কেননা সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব সামাজিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে। সামাজিক পরিবর্তন একটি জটিল প্রক্রিয়া বলে সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। তা সত্ত্বেও সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সমাজব্যবস্থা, সামাজিক কাঠামো বা সামাজিক আচরণে মৌলিক বা পুনরাবৃত্ত পরিবর্তন। সামাজিক পরিবর্তনকে বুঝতে হলে প্রগতি, বিবর্তন ও উন্নয়নের অভিমত সম্পর্কে ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দীতে সৃষ্ট প্রগতির ধারণা নিয়ে সাহিত্য ও দর্শনে প্রাচীনপন্থী ও নতুনদের মধ্যে বিতর্ক থাকলেও, এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে জ্ঞান, বুদ্ধি এবং মানব জীবনযাত্রায় ক্রমাগত উৎকর্ষ ও সমাজে নিরন্তর অগ্রগতি সাধন। আর এই প্রগতির ধারণাকে পরিশীলিত করে বিবর্তন প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন ঊনবিংশ শতাব্দীর নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা। অগ্যস্ত্ কঁৎ, হেনরী মেইন, হাবার্ট স্পেনসর, এমিল দুরক্যাঁ ও কার্ল মার্কস্ ছিলেন বিবর্তনবাদের প্রধান প্রবক্তা। তাঁদের মতানুযায়ী সমাজের বিকাশ ঘটে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে। অগ্যুস্ত্ কোঁত যেখানে ধর্মতাত্ত্বিক, পরাদার্শনিক ও দৃষ্টবাদের পর্যায়ে দেখেন সেখানে হেনরী মেইন বিবর্তনকে দেখেন অবস্থান ভিত্তিক ও চুক্তি ভিত্তিক পর্যায় হিসাবে। স্পেনসর যুদ্ধভিত্তিক ও শিল্প সমাজ সংহতি ভিত্তিক পর্যায়ে আলোকপাত করেন। ষাট ও সত্তরের দশকে সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা বহুমুখী বিবর্তনবাদের সূচনা করেন।

উন্নয়ন ধারণাটির প্রচলন শুরু হয় শিল্প বিপ্লবের পর যা আগের দু'টি ধাপের চেয়ে উন্নতর। সামন্ত সমাজের চেয়ে বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া সমাজের চেয়ে সাম্যবাদী সমাজ উন্নত। বস্তুত: এ যেন মানব ইতিহাসের ক্রমোন্নতি। তৃতীয় বিশ্বের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে এ শব্দটির ব্যবহার প্রচলন হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। সনাতনী, পরিবৃত্তিকাল ও আধুনিক উন্নয়নের এ তিন ধাপের ভিতর দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের পরিবর্তন হবে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর প্রভাবে। সত্তরের দশকে এ ধারণা বর্জিত হলেও উন্নয়নশীল বিশ্বের অধুনায়ন যে প্রয়োজন তা আজ নতুন করে অনুভূত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. প্রগতির ধারণা কখন সৃষ্টি হয়েছিল?

ক. ষোড়শ শতাব্দী　　খ. সপ্তদশ শতাব্দী

গ. অষ্টাদশ শতাব্দী　　ঘ. ঊনবিংশ শতাব্দী

২. "সমাজ অথবা সংস্কৃতির পরিবর্তন কয়েকটি পর্যায়ের ভিতর দিয়ে ঘটে।"-এটি নিচের কোন ধারণাটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

ক. প্রগতি　　খ. বিবর্তন

গ. উন্নয়ন　　ঘ. সবগুলো

৩. স্পেনসরের সমাজ চিন্তায় বিবর্তনের পর্যায় ছিল কয়টি?

ক. ২টি　　খ. ৩টি

গ. ৪টি　　ঘ. ৫টি

৪. অধুনায়নের তত্ত্ব কখন বর্জিত হয়?

ক. ১৯৬০ এর দশক　　খ. ১৯৭০ এর দশক

গ. ১৯৮০ এর দশক　　ঘ. ১৯৫০ এর দশক

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রগতি কি ? প্রগতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি উল্লেখ করুন।

২. সামাজিক বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক পরিবর্তন বলতে কি বোঝায়? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. প্রগতি, বিবর্তন ও উন্নয়নের ধারণাগুলো সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করুন।

পাঠ-২

সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব
Theories of Social Change

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *বিবর্তনবাদী তত্ত্ব*
- *ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব*
- *ব্যাপ্তিবাদ*
- *নৈরাজ্যতত্ত্ব*
- *আধুনিকায়ন তত্ত্ব*
- *নির্ভরশীলতা ও বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্ব*

ভূমিকা

সমাজ কেন পাল্টায় এ প্রশ্ন মানুষ প্রাচীনকাল থেকে করে আসছে। তবুও সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব তৈরির ইতিহাস খুব দীর্ঘ সময়ের নয়। মধ্যযুগে আরব মনীষী ইবনে খলদুন (১৩৩২-১৪০৬) সমাজ পরিবর্তনের চমৎকার তত্ত্ব দিয়েছিলেন।খলদুনের মতে সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তন হয় চক্রাকারভাবে। সমাজ ও সভ্যতার সূচনা, বিকাশ এবং বিলয় ঘটে। আরব ইতিহাসের গভীর পর্যালোচনা থেকে তিনি এই তত্ত্বে পৌঁছেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন মানুষ যখন নগরজীবন যাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন তাদের মধ্যে সংহতি মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। অন্যদিকে উপজাতির মধ্যে থাকে গভীর সংহতি। তারা যখন নগরবাসীদের আক্রমণ করে তখন নগরবাসীরা পরাভূত হয়। নতুন বিজয়ীরাও একই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে এক সময়ে পরাজিত হয়। এভাবে আবর্তিত হয় ইতিহাসের চাকা। খলদুনের পরে সমাজ পরিবর্তন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব তৈরি হতে শুরু করে শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে।

সমাজ পরিবর্তনের রূপ

সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্বগুলোর মধ্যে সাধারণ একটি ভাগ হচ্ছে পরিবর্তনের রূপ নিয়ে। পরিবর্তনের রূপের ক্ষেত্রে আমরা দু'টি ধরন দেখতে পাই– চক্রাকার এবং এক রৈখিক। বিংশ শতকের বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবিও খলদুনের মত সভ্যতার উত্থান-পতনকে চিহ্নিত করেছেন চক্রাকারভাবে। সমাজবিজ্ঞানী প্রিথিম সোরোকিন (১৮৮৯-১৯৬৮) সংস্কৃতির পরিবর্তনের তিনটি চক্রাকার পর্যায় তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে সমাজে তিন ধরনের মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। ইন্দ্রিয়ভিত্তিক Sensate অবস্থায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। মরমী Idealistic পর্যায়ে মানুষ ধর্মীয় বাস্তবতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান

করে। এই দু'পর্যায়ের মিশ্রিত অবস্থাকে তিনি ভাবগত Ideational বলেছেন। এই তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের আবর্তন ঘটে।

বিবর্তনবাদী তত্ত্ব

ইতিহাস সরল রেখায় প্রবাহিত হয়, ইতিহাস ক্রমধারায় প্রসারমান, ইতিহাস বিকাশমান এমন ধারণা বেশ জনপ্রিয়। এটিই হচ্ছে ইতিহাসের একরৈখিক ধারণা। সমাজ পরিবর্তনের একরৈখিক চিন্তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ হচ্ছে বিবর্তনবাদী তত্ত্ব।

জীববিজ্ঞানে ঊনবিংশ শতাব্দীতে চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) যে বিবর্তনবাদী তত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন তার প্রভাব সমাজবিজ্ঞানে পড়েছিল গভীরভাবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী বিবর্তনবাদের পরিসরে সমাজ পরিবর্তনের প্রবাহকে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন সমাজ বা সভ্যতা নিম্নতর স্তর বা পর্যায় থেকে ক্রমাগত উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে থাকে।

বিবর্তনবাদের আলোচনায় কার্ল মার্কস্ -এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে কোন একটি সমাজের মৌলিক পরিবর্তন সৃস্টি হয় উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটলে। উৎপাদন পদ্ধতি বলতে বোঝায় উৎপাদনশক্তি এবংউৎপাদনসম্পর্কের সন্ধিযুক্ত মিলন যার মধ্যে উৎপাদন সম্পর্ক প্রধান। উৎপাদনশক্তি Forces of Production বলতে বোঝায় কাঁচামাল, হাতিয়ার, শ্রমশক্তি এবং কখনও শ্রমবিভাজন। উৎপাদনশক্তির বিকাশ অবশ্য নির্ভর করে উৎপাদন সম্পর্কের ওপর। উৎপাদনসম্পর্ক বলতে বোঝায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদক এবং অনুৎপাদকগোষ্ঠীর মধ্যে যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পর্ক তৈরি হয় তাকে। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে উৎপাদনের উপায়–যার দ্বারা উৎপাদন করা হয় এর মালিক এবং শ্রমদানকারী শ্রেণীকে কেন্দ্র করে। মার্কস্ মনে করতেন মানব ইতিহাসের বিকাশ ঘটেছে চারটি ধাপের ভিতর দিয়ে–আদিম সাম্যবাদ, দাসপ্রথা, সামন্তবাদ এবং ধনতন্ত্র। এর প্রত্যেকটি একটি উৎপাদন পদ্ধতি। প্রতিটি উৎপাদন পদ্ধতির অবসান ঘটে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে। সমাজ বিবর্তনের শেষ ধাপ হচ্ছে দ্বন্দ্ববিহীণ সাম্যবাদী সমাজ, যা প্রতিষ্ঠা হয় ধনতন্ত্রের পতনের উপর। মার্কস্ -এর তত্ত্ব যথার্থ প্রমাণিত না হলেও সমকালীন ইতিহাসে এর তাৎপর্য গভীর।

ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব

ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব সাধারণত: ব্যাখ্যা করে কিভাবে সমাজ টিকে থাকে এবং কিভাবে সমাজের অংশগুলো একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। সমাজ পরিবর্তন ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের অন্বিষ্ট নয়। ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিক ট্যালকট পার্সনস্ (১৯০২-১৯৭৯) অবশ্য বিবর্তনবাদকে ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের সাথে সমন্বিত করে সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব প্রদান করেছেন। পার্সনস্ের মতে সমাজ পরিবর্তনের সাথে চারটি প্রক্রিয়া যুক্ত।

- **পৃথকীকরণ Differentiation**

এর মাধ্যমে সমাজের প্রতিষ্ঠান বিভাজিত হয়ে আরো বেশি বিশেষায়িত ভূমিকা পালন করে। প্রাচীন কালে বিদ্যা-শিক্ষা হত মসজিদ সংলগ্ন মক্তব বা পন্ডিত-মশাইয়ের টোলে। আধুনিক কালে শিক্ষার জন্য তৈরি হয়েছে অজস্র প্রতিষ্ঠান। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখবো প্রাতিষ্ঠানিক বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে নির্দিষ্ট ক্রমধারায়–ধর্মশিক্ষা থেকে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা বিভক্ত হয়েছে সাধারণ ও বিজ্ঞানশিক্ষায়। বিজ্ঞানশিক্ষা থেকে পৃথক হয়ে গেছে প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা। এভাবে উদাহরণটিকে ক্রমাগত প্রসারণ করা যায়।

- **অভিযোজনমূলক ক্রমোন্নয়ন Adaptive Upgrading**

  পৃথকীকরণের ফলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি আরো বিশেষায়িত ভূমিকা পালন করে। একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি বিশেষায়িত।

- **অন্তর্ভূতকরণ Inclusion**

  এর মাধ্যমে সমাজ ক্রমাগত প্রান্তিক গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে সমাজের কেন্দ্রের কাছাকাছি আসার সুযোগ করে দেয়। এই প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে গরীব নারী বা পাহাড়িদের আরো ক্ষমতাবান করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে তারা সমাজের সব ধরনের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে।

- **মূল্যবোধ ব্যাপ্তি Value Generalization**

  এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সমাজে সৃষ্টি হয় নতুন মূল্যবোধ যা অনেক নতুন ধরনের কর্মকান্ডকে বৈধতা প্রদান করে। এক সময় শাড়ি ছিল সব নারীর সাধারণ পোষাক। এখন তাদের পোষাকে এসেছে নানা বৈচিত্র্য। সমাজে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি হবার ফলে এটি সম্ভব হয়েছে।

  পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া কিন্তু সমাজের স্থিতিশীলতার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে না। ক্রিয়াবাদী সমাজবিজ্ঞানী স্মেলসার Smelser দেখিয়েছেন পরিবর্তন কখনও সাময়িক নৈরাজ্য বা শ্রেয়হীনতা Anomie তৈরি করলেও তা স্থায়ী হয় না। নতুন প্রতিষ্ঠান অচিরেই আচরণের নিয়ম তৈরি করে ফেলে।

ব্যাপ্তিবাদ Diffusionism

নৃবিজ্ঞানে ব্যাপ্তিবাদ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিল কিভাবে সংস্কৃতি একটি কেন্দ্র বা অঞ্চল থেকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সমাজবিজ্ঞানে ব্যাপ্তিবাদ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে কিভাবে উন্নত বিশ্ব থেকে জ্ঞান, চিন্তা এবং প্রযুক্তি অনুন্নত বিশ্বে প্রসারিত বা ব্যাপ্ত হয়। বলতে গেলে আধুনিকায়ন তত্ত্ব ব্যাপ্তিবাদের একটি ভিন্ন রূপ।

নৈরাজ্য তত্ত্ব Chaos Theory

সমকালীন সমাজ এক বিস্ময়কর এবং নাটকীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তির কল্পনাতীত বিকাশের পাশাপাশি পরিবেশের ওপর সৃষ্টি হচ্ছে ভয়ঙ্কর হুমকি। শীতল যুদ্ধ শেষ হলেও পারমাণবিক বোমার বিস্তার রোধ করা যায়নি। তা আরো বড় হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিস্তার ঘটেছে এইডস AIDS এর মত ভয়ঙ্কর ঘাতক ব্যাধির। নতুন সহস্রকে এসে মানুষ বুঝতে পারছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন নিশ্চিত ধারণাই এখন আর সম্ভব নয়। প্রযুক্তির বিস্তারের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ কতখানি রয়েছে তা নিয়ে রয়েছে পন্ডিতজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং শংকা। ফলে সমাজ পরিবর্তনকে অনুধাবন করার জন্য সমাজবিজ্ঞানীরা ক্রমাগত

আকর্ষিত হচ্ছেন গণিতের নৈরাজ্য তত্ত্বের প্রতি। এই তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোন এক বা একাধিক ইনপুট অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে যা হঠাৎ ব্যাপক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে বা এমনকি ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনকে এর একটি উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

আধুনিকায়ন তত্ত্ব Modernisation Theory

ইতিহাসে আধুনিককালের শুরু রেনেসাঁশের সময় থেকে, সমাজবিজ্ঞান আধুনিক সমাজের শুরু শিল্পবিপ্লবের যুগ থেকে। আধুনিকায়ন হচ্ছে আধুনিক সমাজ সৃষ্টির প্রক্রিয়া। আধুনিকায়ন তত্ত্ব সমাজ পরিবর্তনের চারটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

- সনাতনী সরল প্রযুক্তির বদলে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহার।
- কৃষিতে খোরাকী উৎপাদনের বদলে বাণিজ্যিক উৎপাদনের বিস্তার।
- শিল্পক্ষেত্রে জৈবশক্তির (মানুষ বা প্রাণীর) শক্তির বদলে অজৈব শক্তির (যন্ত্রশক্তির) ব্যবহার।
- কৃষি গৃহস্থালীর এবং গ্রামের বদলে নগরজীবন সমাজের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়া।

ফরাসী বিপ্লব এবং শিল্পবিপ্লবের পর ইউরোপে আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া দ্রুত বিস্তার লাভ করে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং অনেকের মতে সত্তরের দশকে পশ্চিমা বিশ্ব উত্তর-আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে। উত্তর-আধুনিকতা সম্পর্কে একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণ ধারণা তুলে ধরা প্রয়োজন।

- উত্তর-আধুনিকতার তাত্ত্বিকরা মনে করেন আমরা এখন এত দ্রুত পরিবর্তনশীল তথ্য যুগে প্রবেশ করেছি যে, আধুনিককালের বা আধুনিকতার চিন্তা-ভাবনা সমকালের জন্য প্রযোজ্য নয়।
- অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোক-প্রাপ্তি Enlightenment যুগের ধারণা যে, আমাদের মনের বাইরে একটি বিষয়গত বিশ্ব রয়েছে যার নিয়মকে আমরা যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে পারি তা যথার্থ নয়।
- বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সমাজ এত বৈচিত্র্যপূর্ণ বা ভিন্নমুখী হয়ে পড়েছে যে, কোন কিছুকে সমাজ, সামাজিক কাঠামো বলে অভিহিত করা সম্ভব হচ্ছে না। শ্রেণী, লিঙ্গ এবং এথনিক গোষ্ঠীর Ethnic Group মধ্যে যে ভাগ তা ভেঙ্গে পড়েছে। ফলে সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির আচরণের মধ্যে যে সম্পর্ক সমাজবিজ্ঞানীরা খুঁজতে চেষ্টা করেন তা এখন বলতে গেলে সম্ভব নয়।
- ফলে মার্কসবাদ বা ক্রিয়াবাদের মত ম্যাক্রো পর্যায়ের তত্ত্ব বা 'বিশাল বিবরণ' শুধু ভ্রান্ত নয়, তা অর্থহীনও বটে।

বিশাল তত্ত্ব বা বিবরণের দুর্বলতাকে তুলে ধরার জন্য তাঁরা গ্রহণ করেছেন বিনির্মাণ Deconstruction কৌশল। বিনির্মাণ একটি তত্ত্ব যা রচনার অংশগুলোর মধ্যে যে বৈপরীত্য থাকে তাকে উন্মোচন করে। উত্তর-অধুনাবাদ কোন তত্ত্ব নির্মাণ করে না। এটি বরং সমালোচনামূলক একটি দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোন তত্ত্বকে সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

নির্ভরশীলতার তত্ত্ব Dependency Theory

নির্ভরশীলতা তত্ত্বের বিকাশ শুরু হয় লাতিন আমেরিকায় গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। ষাটের দশকে এটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাংক Andre Gunder Frank.

নির্ভরশীলতা তত্ত্বের সারমর্ম হচ্ছে:

- ঔপনিবেশিক যুগে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলো বর্তমানের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ওপর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে।
- এর ফলে এসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।
- ঔপনিবেশিক যুগের পর থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো উন্নত বিশ্বের ওপর অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে নির্ভরশীল থেকে শোষণের শিকার হচ্ছে এবং এসব দেশে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটছে না।

বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্ব World-System Theory

সত্তরের দশকে নির্ভরশীলতা ও মার্কসবাদী তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ইম্যানুয়েল ওয়ালারস্টাইন এই তত্ত্ব নির্মাণ করেন। এই তত্ত্ব অনুসারে গত ৫০০ বছর ধরে বিশ্বে ধনতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা বিরাজমান রয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই এই ব্যবস্থার প্রান্ত, উপ-প্রান্ত এবং কেন্দ্র এর কোন একটি উপভাগে অবস্থান করে। প্রধানত: কেন্দ্রের সাথে যুক্ত গুটিকয়েক দেশ প্রান্তের অজস্র দেশগুলোকে শোষণ করে। সময়ের সাথে সাথে দেশগুলোর অবস্থান বদল হয়।

সারাংশ

সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব খুব দীর্ঘ সময়ের নয়। আরব মনীষী ইবনে খলদুনের মতে সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তন হয়ে চক্রাকারভাবে। খলদুনের পরে শিল্প বিপ্লবের সময় থেকেই শুরু হয় সমাজ পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব তৈরির চেষ্টা। সমাজ পরিবর্তনের রূপের ক্ষেত্রে চক্রাকার ও একরৈখিক– দু'টি ধরন লক্ষণীয়। সমাজবিজ্ঞানী প্রিথিম সোরোকিন সংস্কৃতির পরিবর্তনে ইন্দ্রিয়ভিত্তিক Sensate, আদর্শগত Idealistic ও ভাবগত Ideational-এই তিনটি চক্রাকার পর্যায়কে তুলে ধরেছেন যার মধ্য দিয়ে ঘটে ইতিহাসের আবর্তন। সমাজ পরিবর্তনে মার্কসবাদী তত্ত্বের যথার্থতা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় থাকলেও সমকালীন ইতিহাসের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। বিবর্তনবাদের আলোচনায় কার্ল মার্কস্ মনে করেন যে, কোন একটি সমাজের উৎপাদনশক্তি এবং উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন হলে সমাজে ঘটে পরিবর্তন। মার্কস্ -এর মতে মানব ইতিহাসের বিকাশ ঘটে আদিম সাম্যবাদ, দাসপ্রথা, সামন্তবাদ, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র–এ পাঁচটি ধাপের ভিতর দিয়ে।

ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব সমাজ কিভাবে টিকে থাকে এবং কিভাবে সমাজের অংশগুলো একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করে। ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিক ট্যালকট পার্সনসের মতে সমাজ পরিবর্তনের সাথে পৃথকীকরণ, অভিযোজনামূলক, অন্তর্গতকরণ ও মূল্যবোধ ব্যাপ্তি– এই চারটি প্রক্রিয়া যুক্ত। সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এখন এত জটিল যে পুরানো তত্ত্বের সাহায্যে সমাজ পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ফলে, বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানীরা ক্রমাগত আকর্ষিত হচ্ছেন গণিতের নৈরাজ্য তত্ত্বের প্রতি যেখানে প্রতিপাদ্য বিষয় হল সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোন এক বা একাধিক ইনপুট অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে যা হঠাৎ ব্যাপক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে বা এমনকি ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে পারে। আধুনিকায়ন তত্ত্ব সমাজ পরিবর্তনের চারটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এগুলো হল– সনাতনী সরল প্রযুক্তির বদলে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষিতে খোরাকী উৎপাদনের বদলে বাণিজ্যিক উৎপাদনের বিস্তার, শিল্পক্ষেত্রে

জৈব শক্তির বদলে অজৈব শক্তির ব্যবহার এবং কৃষি-গৃহস্থালীর ও গ্রামের বদলে নগরজীবন সমাজের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়া।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং অনেকের মতে সত্তরের দশকে পশ্চিমা বিশ্ব প্রবেশ করেছে উত্তর-আধুনিক যুগে। উত্তর-আধুনিকতার তাত্ত্বিকরা বিশাল তত্ত্ব বা বিবরণের দুর্বলতাকে তুলে ধরার জন্য গ্রহণ করেছেন বিনির্মাণ কৌশল। এটি একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি যার দ্বারা কোন তত্ত্বকে সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ সম্ভব নয়।

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো কেন অনুন্নত তার কারণ ব্যাখ্যা করে উন্নত বিশ্বের ওপর এসব দেশের নির্ভরশীলতার মধ্যে। বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্ব অনুসারে গত ৫০০ বছর ধরে বিশ্বে ধনতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা বিরাজমান রয়েছে। ধনতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রের শক্তিশালী দেশগুলো শোষণ করছে প্রান্ত বা উপপ্রান্তকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. কার মতে চক্রাকারভাবে সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তন হয় ?

ক. অগুস্ত্ কঁৎ — খ. ইবনে খলদুন

গ. ম্যাক্স ভেবার — ঘ. উপরের সবগুলো

২. প্রিথিম সোরোকিন সংস্কৃতির পরিবর্তনে কয়টি পর্যায় তুলে ধরেছেন?

ক. ৩টি — খ. ৪টি

গ. ৫টি — ঘ. ৬ টি

৩. ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লবের পর ইউরোপে নিচের কোনটি দ্রুত বিস্তার লাভ করে?

ক. আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া — খ. উত্তর অধুনায়ন প্রক্রিয়া

গ. নির্ভরশীলতা — ঘ. বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্ব

৪. মার্কস্ -এর মতে মানব ইতিহাসের বিকাশ ঘটেছে কয়টি ধাপের মধ্য দিয়ে?

ক. ২টি — খ. ৩টি

গ. ৪টি — ঘ. ওপরের কোনটিই নয়

৫. "সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোন এক বা একাধিক ইনপুট অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে যা হঠাৎ ব্যাপক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে বা এমনকি অবস্থার অবসান ঘটাতে পারে"– এটি নিচের কোন তত্ত্বটির প্রতিপাদ্য বিষয়?

ক. আধুনিকায়ন তত্ত্ব — খ. নির্ভরশীলতা তত্ত্ব

গ. বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্ব — ঘ. নৈরাজ্য তত্ত্ব

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সামাজিক পরিবর্তনে বিবর্তনবাদী তত্ত্ব বলতে কি বোঝেন ?

২. নির্ভরশীলতা তত্ত্বের মর্মার্থ উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমাজ পরিবর্তনের বিভিন্ন তত্ত্বগুলো কি কি? আলোচনা করুন।

২. সমাজ পরিবর্তনে বিবর্তনবাদী, ক্রিয়াবাদী ও নৈরাজ্য তত্ত্বগুলো বিশ্লেষণ করুন।